সাত কলেজ সমস্যার সমাধানে কিছু প্রস্তাব

ম. হালিম

ম. হালিম

প্রকাশ: ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ | ২৩:৩৩ | আপডেট: ২২ ডিসেম্বর ২০২৪ | ১৫:৪৬

বিভিন্ন দাবি নিয়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সরকারের কাছে নানা অভিযোগ করছে। এ সমস্যার শুরুটা হয়েছিল পূর্ববর্তী সরকারের সময়। তৎকালীন সরকার এক ঘোষণার মাধ্যমে সাত কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আলাদা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে দেশের সব কলেজ তিনটি অঞ্চলে অবস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল। সে সময় ওই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের প্রণীত সিলেবাস অনুসরণ করে মানসম্পন্ন শিক্ষা কলেজগুলোতে চালু রেখেছিল। বিশেষ করে অনার্স পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করেই ডিগ্রি অর্জন করতে হতো। এখন সারাদেশে ২২ হাজার ৫৭টি সরকারি-বেসরকারি কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। এর মধ্যে প্রায় ১৮শ অনার্স কলেজ রয়েছে। রাজধানীর সাত কলেজ এক সময় এগুলোর মতো ছিল। প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজটের অজুহাত দেখিয়ে দেশের বড় বড় প্রাচীন অনার্স কলেজের পাসকোর্সের রেজিস্ট্রেশন ও নানা কারিকুলাম তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করে। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের হাতে সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রদানসহ নানা দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হলো।

সাত কলেজের দায়িত্ব এক যুগ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করে। তাদের দীর্ঘদিনের অবহেলা, বিশেষত পরীক্ষা অনুষ্ঠানে দীর্ঘ বিলম্ব দেখে কলেজগুলোর শিক্ষার্থীরা নানা দাবি তুলেছে। তার মধ্যে সর্বশেষ তিতুমীর কলেজের দাবি– কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে হবে। কেন এ দাবি উঠল, তা বোধগম্য নয়। এ কলেজটি ১৯৬৮ সালে স্থাপিত। অথচ ইডেন কলেজ, ঢাকা কলেজ এর চেয়ে অনেক পুরাতন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত। বাঙলা কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজ, সোহরাওয়ার্দী কলেজের শিক্ষার্থীরাও এ দাবি তুলতে পারে। এটা কোনো বাস্তবধর্মী দাবি নয়। হঠাৎ কোনো কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা যায় না। বাংলাদেশে একমাত্র ঢাকা শহরে প্রাচীন কলেজ জগন্নাথ কলেজকেই একদা বিশ্ববিদ্যালয় করা হয়েছিল। তবু এ কলেজ ১০ বছরেও পরিপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ
নিতে পারেনি। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়কে ঢাকার মধ্য থেকে সরিয়ে কেরানীগঞ্জে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বাংলাদেশে এখন অন্তত ৫৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কিন্তু এগুলোর কয়টায় গবেষণাগার, ক্লাসরুম, পরিবহন ইত্যাদির মতো পর্যাপ্ত অবকাঠামো আছে? সবচেয়ে বড় প্রয়োজন, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক– তার প্রায় কিছুই আমরা দিতে পারছি না। এমন কথাও শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে চালু আছে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যথাযথ পরিকল্পনা, অবকাঠামো, ক্লাসরুম ও লাইব্রেরি ছাড়া। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা নিছক

দলীয় বিবেচনায় একপ্রকার রাজনীতিক উপাচার্য নিয়োগ দিচ্ছি, যাদের অনেকেই বিগত সময়ে ঢাকা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করেছেন। তারা ভাড়া করা একটি নির্দিষ্ট কলেজ কিংবা ভাড়া করা একটি নির্দিষ্ট বিল্ডিংয়ে তাদের সময় অতিবাহিত করে আসছেন।

এ তো গেল নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা। প্রায় অর্ধশতক বা শতকজুড়ে কলেজ হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকা একটি প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা কিন্তু সহজ বিষয় নয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয় মানে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, যা সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অংশীজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের

ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দ্বিতীয় প্রজন্মের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দিকে তাকালেও তেমনটাই দেখা যাবে; এগুলো আইনগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত না হলেও অন্তত অ্যাকাডেমিক ও সহশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ে অনেকাংশে নিজেদের মতো করেই চলছে। কিন্তু দীর্ঘসময় ধরে সকল বিষয়ে সরকারের অধীনস্ত থেকে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে দ্রুত এর প্রভাব কাটানো সম্ভব নয়।

আমার মতে, সাত কলেজসহ বিভাগীয় প্রাচীন কলেজগুলোকে আগের মতো তিনটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে নেওয়া হোক। এতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার অনেক কমবে। শুধু প্রাচীন বৃহত্তর জেলার ১৭টি কলেজ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়া উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকার ৭ কলেজ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, বরিশাল, ময়মনসিংহের প্রাচীন কলেজ থাকতে পারে। এ ছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজশাহী, বগুড়া, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, রংপুর ও দিনাজপুরের প্রাচীন কলেজ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, সিলেটের প্রাচীন কলেজ থাকা উচিত। এসব কলেজে কার্যক্রম চালাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত কন্ট্রোলার ও রেজিস্ট্রার নিয়োগ দিতে হবে। এই নিয়োগকৃত লোকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সহযোগিতা নিয়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মান অনুসারে সিলেবাস প্রণয়ন করে পরীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। এসব কলেজ থেকে পাস কোর্স বাদ দিতে হবে। শহরের অন্য কলেজগুলো এ কোর্সটি পড়াবে।

তবে এ ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কেন আপত্তি তুলছেন, তা বোধগম্য নয়। তারা ভাবছেন, সাত কলেজ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জড়িত হলে তাদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ব্যাপারটা তা নয়। বর্তমানে কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নিচ্ছেন না? আর অধিভুক্ত কলেজের ক্ষেত্রে তাদের কোনো ক্লাস নিতে হবে না। শুধু সিলেবাস প্রণয়ন ও প্রশ্নপত্র প্রণয়ন– এসবে সময় দিতে হবে। খাতা দেখার দায়িত্ব বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে এসব কলেজ বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে ৬ মাসের সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করতে পারে।

এই নতুন বন্দোবস্তের মধ্যে বাংলাদেশের নবগঠিত জেলার কলেজ ও উপজেলার কলেজ নিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করবে। এ কার্যক্রম কলেজগুলোর শিক্ষার মানও বাড়তে পারে। বিগত দিনে ১৮শ অনার্স কলেজের পরীক্ষা চালাতে গিয়ে দেখা গেছে, কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনা গোঁজামিলে পূর্ণ। ক্লাস নেই বললেই চলে; শুধু পরীক্ষার পর পরীক্ষা। মৌখিক-ব্যবহারিকের নামে নানা ফি বাবদ কোটি কোটি টাকা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ডে জমা হচ্ছে। এ নিয়ে দুর্নীতির সুযোগ বাড়ছে। নতুন বন্দোবস্তে এগুলোর প্রাদুর্ভাব কমে যেতে পারে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো সহজেই এসব পরীক্ষার ফি কমানো যায় কিনা, তাও ভেবে দেখা যায়।

অধ্যাপক ম. হালিম: সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ